দৈনিক ইত্তেফাক

96

তারিখ ... 23 NOV 1997 ...
পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ২

কিশোরগঞ্জে ৩২১টি গ্রামে প্রাইমারী স্কুল নাই

কিশোরগঞ্জ সংবাদদাতা ।। জেলার ১৩টি থানার ৩২১টি গ্রামে কোন সরকারী অথবা বেসরকারী প্রাইমারী স্কুল নাই। ফলে জেলায় ১৯৯৩ সন হইতে চালু হওয়া বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী ব্যর্থ হওয়ার ইহাও একটি অন্যতম কারণ। বিধি মোতাবেক কোন বিদ্যালয়ের চারিদিকে দুই কিলোমিটার এলাকায় নূতন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা যায় না। কিন্তু এই জেলায় কোন কোন ক্ষেত্রে আট-দশ কিলোমিটার এলাকা জুড়িয়াও বিদ্যালয়ের অস্তিত্ব নাই। এমতাবস্থায় গ্রামের অভিভাবকগণ সন্তানদের বিদ্যালয়ে পাঠানোর ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও দূরত্বের কথা

(৫ম পৃঃ দ্রঃ)

কিশোরগঞ্জ ৩২১টি গ্রামে

(৩য় পৃঃ পর)

বিবেচনা করিয়া শেষ পর্যন্ত অনেকেই বিদ্যালয়ে ভর্তি করিতে উদ্যোগী হয় না।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা যায়, কিশোরগঞ্জ জেলায় ৮০৮টি সরকারী, ৪০৫টি রেজিষ্টার্ড ও ১০৮টি রেজিষ্ট্রেশন বিহীন প্রাথমিক বিদ্যালয় রহিয়াছে। সরকারী জরিপে প্রকাশ, চলতি শিক্ষাবর্ষে ৩ লক্ষ ৬১ হাজার ৬০৩ জন ছাত্র-ছাত্রী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভর্তি হইয়াছে। এদিকে সারা জেলায় বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী ৬ হইতে ১০ বছর বয়সের শিশুর সংখ্যা ৪ লক্ষ ৩০ হাজার ৭৬৫ জন। বাকী ৬৯ হাজার ১৬২ জন শিশু বিদ্যালয়ে ভর্তি হইতে বিরত রহিয়াছে। বিদ্যালয়ের স্বল্পতাই এত বিপুল সংখ্যক শিশুর বিদ্যালয়ে ভর্তি হইতে না পারার অন্যতম কারণ বলিয়া জানা গিয়াছে। জেলার মোট ৩২১টি গ্রামে আজ পর্যন্ত সরকারী অথবা বেসরকারী উদ্যোগে কোন প্রাইমারী স্কুল স্থাপিত হয় নাই। থানাওয়ারী বিদ্যালয় বিহীন গ্রামের সংখ্যা হইতেছে : কিশোরগঞ্জ সদরে ১৮টি, মিটামইনে ২৫টি, করিমগঞ্জে ৫০টি, কটিয়াদীতে ৪৯টি, কুলিয়ারচরে ১৬টি, পাকুন্দিয়ায় ১২টি, ভৈরবে ২৩টি, বাজিতপুরে ৯টি, তাড়াইলে ২০টি, ইটনায় ৩৪টি, নিকলীতে ২৯টি, অষ্টগ্রামে ৯টি ও হোসেনপুরে ২৭টি। ফলে ঐ সমস্ত গ্রামের অধিকাংশ শিশুই বিদ্যালয়ে যাইতে পারে না। কোন কোন শিশু নিজস্ব আগ্রহে কিংবা গম প্রাপ্তির আশায় দূরবর্তী গ্রামের বিদ্যালয়ে ভর্তি হইলেও পরে অধিকাংশ শিশুই আর স্কুলে যায় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে গ্রাম্য দলাদলির কারণে কিংবা জমির অভাবে নূতন স্কুল নির্মাণ করা যাইতেছে না। এদিকে প্রায় আড়াই যুগ যাবৎ বিদ্যালয় সরকারীকরণ বন্ধ থাকার কারণেও অনেকেই নূতন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে নিরুৎসাহিত বোধ করিয়া থাকে।